শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

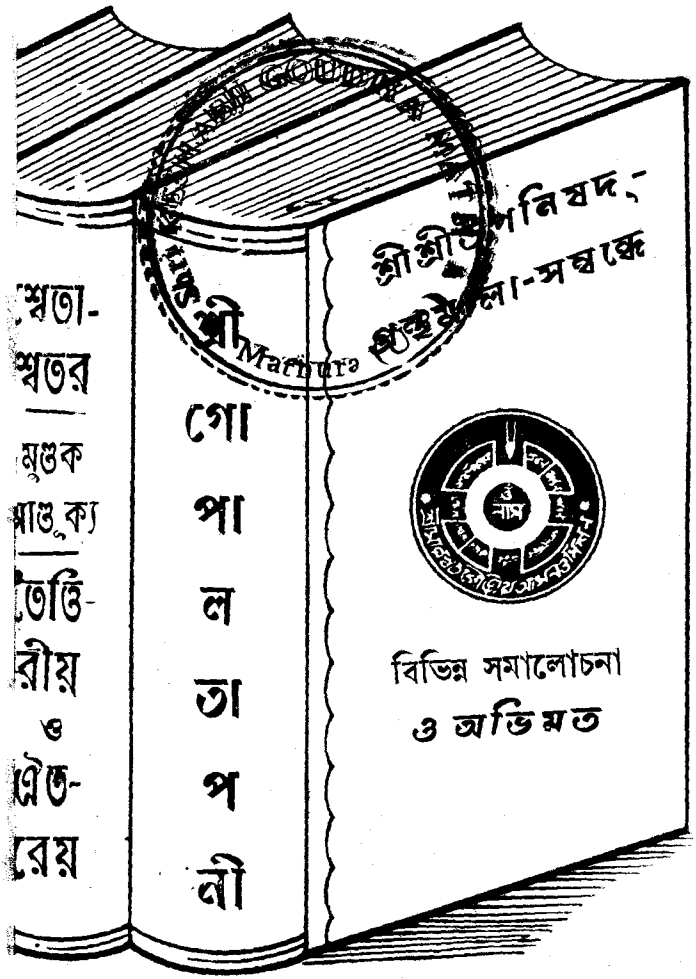

গৌড়ীয়ভাষ্যসহ দশোপনিষৎ ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিতা।

[illegible]শর্ম্মা,
[illegible]ফুলদেওড়,

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়-সেবকগণের

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণ
মহারাজের সম্রদ্ধ
উপহার

শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী (22.3.88)

Shri Keshabji Gouda
Kans Tilla, Agra Road
Mathura-281001 U.P

॥ গ্রন্থ-সমালোচনা ॥

গ্রন্থ-সম্পাদকের **শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত** শ্রীনবদ্বীপধামান্তর্গত **শ্রীধাম মায়াপুরস্থ বিশ্ববিশ্রুত** বিশুদ্ধ পারমার্থিক প্রতিষ্ঠান **শ্রীচৈতন্যমঠের** মুখপত্র মাসিক **'গৌড়ীয়ে'** (গৌড়ীয় ২৪শ বর্ষ, ৪৮৬ গৌরাব্দ, ২য় সংখ্যা) এই গ্রন্থদ্বয়-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন,—

মুণ্ডক ও মাণ্ডূক্যোপনিষদ্দ্বয়। 'শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়াসন ও মিশন' প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সভাপতি ও আচার্য, অস্মদীয় সতীর্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তিমহারাজ উদ্ধবসন্দেশাদি ৮ খানি অমূল্য গ্রন্থ, তৎপরে দুষ্প্রাপ্য বেদান্তসূত্র (গোবিন্দভাষ্যসহ) এবং ঈশ, কঠ, কেন ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্-চতুষ্টয় সম্পাদন করিয়া অধুনা এক সঙ্গে মুণ্ডক ও মাণ্ডূক্য উপনিষদ্দ্বয়—মূল শ্লোক, বঙ্গীয় প্রতিশব্দসহ অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, দেব-ভাষায় শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ মুনীন্দ্র-বিরচিত 'প্রকাশিকাখ্য'-ভাষ্য ও মহোপাধ্যায় শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ-বেদান্তরত্ন-ভক্তিভূষণকৃত 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-নাম্নী টীকা, বঙ্গভাষায় গৌড়ীয়সিদ্ধান্তসম্মত স্বীয় 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী ব্যাখ্যা এবং তদীয় 'তত্ত্বপীঠিকা'-নাম্নী বিস্তৃত-ভূমিকা ও সূচীপত্রসহ সম্পাদন করিয়াছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে এই গ্রন্থ শ্রীসতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্যার্ণব ভক্তিপ্রমোদ-কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ, ছাপা ও বাঁধান উত্তম। সেবানুকূল্য আট টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়-আসন ও মিশন, ২৯ বি, হাজরা রোড, কলিকাতা—২৯।

গ্রন্থের সম্পাদক পরম বিদ্বান্ শ্রীমৎ সিদ্ধান্তিমহারাজ তাঁহার বাগ্মিতা এবং আলোচ্য বিষয়সমূহের প্রাঞ্জল বিন্যাসের জন্য সুধীমণ্ডলীর,

বিশেষতঃ বৈষ্ণব দার্শনিকগণের নিকটে সুপরিচিত। তাঁহার সম্পাদিত 'মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য' উপনিষদ্‌দ্বয়েও পাঠক তাঁহার সেই গুণ লক্ষ্য করিয়া চমৎকৃত হইবেন। সুধীমাত্রেরই, বিশেষতঃ পূজ্যপাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ইহা সংগ্রহ করা একান্ত আবশ্যক।

সুবিখ্যাত শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের মুখপত্র **'বিশ্ববাণী'** মাসিক পত্রিকার [৩৫শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা] অগ্রহায়ণ, ১৩৮০ সংখ্যায় এই গ্রন্থসমুদয়-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন,—

উপনিষৎ। ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয় ও ঐতরেয়, প্রশ্ন এবং শ্বেতাশ্বতর—শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠান, ২৯ বি, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৯ প্রকাশিত এবং শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ-সিদ্ধান্তি-গোস্বামী এবং শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ, বেদান্তরত্ন-ভক্তিভূষণ প্রভৃতি সম্পাদিত ও কৃত ভাষ্য, টীকা-সম্বলিত।

১। **ঈশোপনিষৎ**—শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য, শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত সানুবাদ ভাবার্থ ও ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ-কৃত ব্যাখ্যাযুক্ত। মূল্য : ছ' টাকা।

২। **কেনোপনিষৎ**—শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ মুণীন্দ্র-বিরচিত : ভাষ্যসহিত। মূল্য : পাঁচ টাকা।

৩। **কঠোপনিষৎ**—শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ মুণীন্দ্র-বিরচিত ভাষ্যসহিত। মূল্য : বারো টাকা।

৪। **মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য**—শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-বিরচিত ভাষ্যসহিত। মূল্য : আট টাকা।

৫। **তৈত্তিরীয় ও ঐতরেয় উপনিষৎ**—শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ মুণীন্দ্র-কৃত ভাষ্য-সহিত। মূল্য : দশ টাকা।

৬। **প্রশ্নোপনিষৎ**—শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ মুণীন্দ্র-কৃত ভাষ্যসহিত। মূল্য : চার টাকা।

৭। **শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ**—শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ মুণীন্দ্র-কৃত ভাষ্যসহিত। মূল্য : দশ টাকা।

একমাত্র ঈশোপনিষদে শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণের ভাষ্য আছে এবং আর আর উপনিষদ্‌গুলিতে শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ মুণীন্দ্র-বিরচিত ভাষ্য; শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী এবং ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ-সিদ্ধান্তি-গোস্বামি এবং পণ্ডিতপ্রবর শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ-কর্তৃক ভাষ্য, টীকা ও অনুবাদ প্রভৃতি দেওয়া আছে। এই গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠান থেকে পূর্বে শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ মুণীন্দ্র-কৃত বিশদ ভাষ্যসহিত তিনখণ্ডে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং চারখণ্ডে শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ মুণীন্দ্র-কৃত ভাষ্যসহিত 'বেদান্ত দর্শন' প্রকাশিত হয়েছে। গৌড়ীয় মিশন প্রতিষ্ঠানের এ সকল অমূল্য দান বিশেষ স্মরণযোগ্য।

বর্তমানে এই উপনিষদ্‌গুলি শ্রীরঙ্গরামানুজ মুণীন্দ্র-কৃত বিশিষ্টাদ্বৈত-বিচারপর অমূল্য ভাষ্য এবং তার অনুবাদ, বিশদ টীকা প্রভৃতি দিয়ে প্রকাশ ক'রে শ্রদ্ধেয় গৌড়ীয় গোস্বামিপাদগণ সর্বসাধারণের মহৎ উপকার সাধন করেছেন। প্রতিটি উপনিষদের সূচনায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহাশয় বিশদ একটি ক'রে 'ভূমিকা' সংযোজিত করেছেন—যা প্রতিটি পাঠক-পাঠিকার পক্ষে একান্ত সহায়ক। উপনিষদগুলির প্রতিটি মন্ত্রের অন্বয়, অনুবাদ, শ্রুত্যর্থবোধিনী, তত্ত্বকণা প্রভৃতি সংযোজিত হয়েছে। তাছাড়া বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদ সম্বন্ধে যাঁরা জ্ঞানলাভেচ্ছু তাঁদের বেদান্তসূত্রভাষ্যের মতো উপনিষদ্‌গুলির শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-কৃত-ভাষ্য এবং শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজের অন্যান্য ভাষ্য,

স্তোত্র ও তত্ত্বগ্রন্থাদি অবশ্য পাঠ করা উচিত। আচার্যপাদ শ্রীশঙ্কর শুদ্ধাদ্বৈত মতবাদ-প্রতিষ্ঠায় যেমন যত্নশীল ছিলেন তেমনি আচার্যপাদ রঙ্গরামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদের প্রতিষ্ঠায় ও প্রচারে একান্ত যত্নশীল ছিলেন। যদিও বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদ আচার্য রঙ্গরামানুজের পূর্বে দর্শনসমাজে বিদ্যমান ছিল, তথাপি তার প্রসারতা ও সমাদর সর্বসাধারণ সমাজে প্রসার লাভ করে নি। আবার রঙ্গরামানুজ সহজ সরলভাবে ভক্তি ও প্রপত্তির প্রকাশ দিয়ে একদিকে জ্ঞানলাভেচ্ছু পণ্ডিত ও মনীষীগণের যেমন উপকার সাধন করেছেন তেমনি করেছেন, সর্বসাধারণ ভক্ত সাধকগণের। আচার্যপাদ শ্রীশঙ্করের অদ্বৈতপর প্রসন্ন-গম্ভীর ভাষ্য সর্বসাধারণের জন্য নির্বাচিত নয়—একথা স্বীকার্য, কিন্তু আচার্যপাদ শ্রীরঙ্গরামানুজের ভাষ্য সেদিক থেকে সরল ও সুগম হওয়ায় সর্বসাধারণ বিচারী ও ভক্তসাধকগণের বিশেষ বোধগম্য। আচার্যপাদ শ্রীরঙ্গরামানুজের ভাষ্য বিশেষ বিচার ও তত্ত্বপূর্ণ অথচ সর্বসাধারণ বিচারী ও সাধকের নিকট তা গ্রহণযোগ্য। এজন্য শ্রীমদ্ বলদেব-বিদ্যাভূষণ ও আচার্যপাদ শ্রীরঙ্গরামানুজের বিচারপূর্ণ উপনিষদের ভাষ্যগুলি প্রকাশ ক'রে কলিকাতা গৌড়ীয় মিশন প্রতিষ্ঠানের গোস্বামিপাদগণ যে সকলের নিকট প্রশংসা ও শ্রদ্ধার পাত্ররূপে পরিগণিত হয়েছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তাছাড়া এ' কথা সত্য যে, দর্শনগ্রন্থ, ভাষ্য, টীকা প্রভৃতি অধ্যয়ন ও অনুশীলনেই মাত্র সীমিত থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। যতক্ষণ না সেগুলির তত্ত্ব জীবনে উপলব্ধি করা যায় ততক্ষণ তাদের অন্তর্নিহিত ভাবমাধুর্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না। গৌড়ীয় মিশনপ্রতিষ্ঠানের শ্রদ্ধেয় গোস্বামিপাদগণ-সম্পাদিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বেদান্তদর্শন এবং উপনিষদ-গুলির প্রকাশবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তারা 'পাতনী'-রূপ

ভূমিকা, শ্রুত্যর্থবোধিনী, তত্ত্বকণা প্রভৃতি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সংযোজিত ক'রে সাধনা ও তত্ত্বোপলব্ধির পথকে বিচারী সাধক ও সর্বসাধারণ পাঠক পাঠিকামাত্রের জ্ঞানের পথকে সুগম করেছেন। আমরা এই উপনিষদগুলির সুপ্রচার কামনা করি ও সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতাস্থ গৌড়ীয় মিশন প্রতিষ্ঠানের শ্রদ্ধেয় গোস্বামিপাদগণের অসাধারণ ও অকৃপণ যত্ন-পরিশ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সুপ্রসিদ্ধ **ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের** মাসিক মুখপত্র **'প্রণব'** পত্রিকায় (৪৭শ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ—১৩৮০, ২য় সংখ্যায়) প্রকাশিত গ্রন্থ-সমালোচনায় পাওয়া যায়,—

শ্রীশ্রীউপনিষদ্ গ্রন্থমালা ঃ—শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন, ২৯বি, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৯ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল্য—ঈশ ৬৲, কেন ৫৲, কঠ ১২৲, প্রশ্ন ৪৲, শ্বেতাশ্বতর ১০৲, মুণ্ডক ও মাণ্ডূক্য ৮৲ এবং তৈত্তিরীয় ও ঐতরেয় ১০৲।

গোস্বামী মহারাজের সম্পাদিত শ্রীশ্রীউপনিষদ্ গ্রন্থমালা হাতে পড়িল। অনেক দিন হইতে যাহা খুঁজিতেছিলাম, তাহাই পাইয়াছি। খুঁজিতেছিলাম, এমন কোনও প্রকাশন কি পাওয়া যায় না, যাহা হইতে শ্রুতির শিরোভাগ উপনিষদের মন্ত্রাবলী সম্বন্ধে ভক্তিমার্গী সাধক ও আচার্য্যপ্রবরগণের অভিমত, দৃষ্টিভঙ্গী, বিচার ও দার্শনিক বিশ্লেষণের ধারা ও প্রকৃতি উপলব্ধি করা যায়? আচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈতজ্ঞানবাদপর ভাষ্য অন্তঃকরণে আনিয়া দেয় ব্রহ্মদীপ্তির ভাস্বর

ছটা। ইহাও অতুলনীয়। কিন্তু এমন বহু সাধক-সাধিকা আছেন যাঁহারা আলোকস্নাত হইয়াই শুধু তৃপ্ত নহেন, তাঁহারা চাহেন রসের প্লাবন। ব্রহ্ম—"রসো বৈ সঃ"। ভক্তিভাবে ডুবিয়া ঐ রস-সমুদ্রে স্নান না করিলে তাঁহাদের মনে ভরে কৈ? ত্রিদণ্ডিস্বামী মহারাজ উপনিষদ্ শাস্ত্র হইতে সেই রস নিঙ্‌রাইয়া বাহির করিয়াছেন। ভক্তিবাদীদের প্রাণবেদ ইহাতে বিঘোষিত হইয়াছে। ভালই লাগিল। পরম দক্ষতার সঙ্গেই তিনি এই কার্য্য করিয়াছেন। এই অর্থকৃচ্ছ্রের যুগে এইরূপ এক বৃহৎ কার্য্য সাফল্যের সহিত সম্পাদন করা সহজসাধ্য নয়। ইষ্টের অনুগ্রহেই মাত্র তাহা সম্ভব—গ্রন্থভূমিকায় অকপটে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে।

অনেকে মনে করেন, শুধু বেদান্ত সূত্রের উপরই আচার্য্য রামানুজ, পণ্ডিতপ্রবর বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ভাষ্যাদি আছে, মুখ্য মুখ্য উপনিষদ্ গ্রন্থের উপর নাই। কিন্তু ইহা সর্ব্বাংশে সত্য নহে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীরামানুজাচার্য্যের তিন শত বৎসর পর তৎসম্প্রদায়ের অধস্তনাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ মুনীন্দ্র উপনিষদের উপর 'প্রকাশিকা'-নাম্নী ভাষ্য রচনা করেন। পণ্ডিত বলদেব বিদ্যাভূষণও অচিন্ত্যভেদাভেদ মতের প্রতিষ্ঠার্থ বেদান্তসূত্রের গোবিন্দ-ভাষ্যের ন্যায় উপনিষদের উপরেও ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র ঈশোপনিষদের ভাষ্য ভিন্ন অন্যান্য উপনিষদের উপর তৎকৃত ভাষ্য বর্ত্তমানে দুর্ল্লভ। এই অভাব পূরণের জন্য অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনের বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ গোস্বামী মহারাজ। তৎসম্পাদিত গ্রন্থে রঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্রের ভাষ্য স্থান পাইয়াছে; সংযোজিত হইয়াছে উহাতে বলদেব বিদ্যাভূষণ গোস্বামীপাদের ঈশোপনিষদের ভাষ্য। পণ্ডিত শ্রীনৃত্য-

গোপাল পঞ্চতীর্থ মহোদয়ের 'শ্রুত্যর্থবোধিনী' নাম্নী টীকা এবং গ্রন্থ সম্পাদকের 'তত্ত্বকণা' নাম্নী স্বকীয়া অনুব্যাখ্যায় গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মতবাদ প্রতিফলিত। এই প্রতিফলন সহজ ভাবেই ঘটিয়াছে, কষ্টকল্পনা করিয়া নয়। যেমন, উপনিষদুপদিষ্ট পুনঃ পুনঃ প্রণবমন্ত্রের উপাসনাকে গ্রন্থকার বৈষ্ণবাচরিত শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনের মর্য্যাদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা সঙ্গত এবং শোভন। গৌড়ীয় মতবাদের ধারাবলী ভাগবত পুরাণের শ্লোকোদ্ধৃতির দ্বারা সমর্থন করা হইয়াছে। ইহাতে উপনিষৎ এবং ভাগবত যেন একাত্ম হইয়া পড়িয়াছে।

জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, যোগ—হিন্দুধর্ম্মে উপাসনার এই চারি মূল স্তম্ভ। সংস্কার, রুচি, প্রবণতা ও অধিকার ভেদে উপাসনার মার্গও ভিন্ন হয়। কিন্তু তাই বলিয়া একের সহিত অন্যের কোনও অত্যন্ত বিরোধ নাই। বেদান্তসূত্র, গীতা ও উপনিষদের উপর জ্ঞানবাদী ও ভক্তিবাদী উভয়েই স্বীয় স্বীয় মতবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তিপর ভাষ্যাদি রচনা করিয়াছেন। প্রয়োজন মত একে অন্যের মতবাদ খণ্ডন করিতেও দ্বিধা করেন নাই। তাহা কিন্তু বিরাট ও অখণ্ড হিন্দু-সমাজকে বহুধা খণ্ডিত করিবার নিন্দিত অভিপ্রায়ে নয়। প্রতিটি সাধনমার্গ ও দার্শনিক সিদ্ধান্তই যে শ্রুতিসিদ্ধ তাহা সম্প্রমাণের জন্যই নানা সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের এই মহৎ প্রয়াস। কেবলাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত বা অচিন্ত্যভেদাভেদ—যে মতের কথাই বলা হউক না কেন, সকলের ভিতর মিলন ও ঐক্যের অবিচ্ছিন্ন সূত্র হইল সর্ব্বলোকবন্দ্যা শ্রুতি। এক মায়েরই বহু সন্তানরূপে আবির্ভূত হইয়াছে বিচিত্র হিন্দুধর্ম্মের সাধক সম্প্রদায়গুলি। বৈচিত্র্যের মধ্যেও হিন্দুধর্ম্ম এক। হিন্দুসমাজও তাই এক ও অবিভাজ্য। বিচিত্র প্রকৃতির মানুষের ঐহিক ও আত্মিক কল্যাণের প্রয়োজনে বিচিত্র

উপাসনা প্রণালী ও বিচিত্র দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহের আত্মপ্রকাশ। এখানে ভেদ, হিংসা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোনও অবকাশ নাই। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই আমরা উপনিষদ্ শাস্ত্রের এই ভক্তিমূলা নবব্যাখ্যার প্রয়াসকে আন্তরিক ভাবে অভিনন্দিত করিতেছি। যাঁহারা ভাবুক, ভক্ত ও রসিক, তাঁহারা ভারতের সনাতন মোক্ষ শাস্ত্র উপনিষদ্ হইতেও তাঁহাদের সাধনার উপজীব্য আহরণপূর্ব্বক ধন্য ও আপ্তকাম হউন—ইহা কে না সমর্থন করিবেন ?

পুস্তক পরিচয়

আকাশ বাণীর পাক্ষিক পত্রিকা **'বেতার জগৎ'** এর ১—১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩ সংখ্যায় **পুস্তক পরিচয়** স্তম্ভে প্রকাশিত সমালোচনা।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত,—শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন, ২৯বি, হাজরা রোড, কলিঃ-২৯ থেকে প্রকাশিত।

(১) ঈশোপনিষদ্ (২) কঠোপনিষদ্ (৩) কেনোপনিষদ্ (৪) শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ (৫) মুণ্ডক ও মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ (৬) প্রশ্নোপনিষদ্ (৭) তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ও ঐতরেয়োপনিষদ্।

উপনিষদের মতো অত্যন্ত সুকঠিন এবং অসাধারণ শাস্ত্রীয় বৈভবময় বস্তুকে শ্রীমদ্ শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ মধুর প্রাণজল ভাষায় এবং অত্যন্ত উল্লেখযোগ্যভাবে মূলানুগ অনুবাদের মাধ্যমে পেশ করে যুগপৎভাবে সংস্কৃত সাহিত্য ভারতবর্ষের নিজস্ব ধর্মশাস্ত্র এবং প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্ম সাধনা সম্বন্ধে উৎসাহী গবেষক সুধী

সমাজের দ্বারা অনুভূত একটি দীর্ঘদিনের অভাব পূরণ করেছেন। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে উৎসাহী যে কোন সংস্থা প্রতিষ্ঠান অথবা ভারতীয় তত্ত্বে গভীরভাবে অনুরাগী ব্যক্তি বিশেষ সিদ্ধান্তী মহারাজের দ্বারা সংকলিত এই সাতখানি উপনিষদ্ গ্রন্থের দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

নবদ্বীপধামস্থিতায়া বঙ্গবিবুধজননী সভায়াঃ পত্রিকা

বঙ্গ-বিবুধ-বাণী

তৃতীয় বর্ষস্য প্রথমা সংখ্যা দ্বিতীয়া চ (অক্টোবর ১৯৭২)।

গ্রন্থসমালোচনম্

মুণ্ডক-মাণ্ডুক্যোপনিষদৌ—রঙ্গরামানুজবিরচিতভাষ্যপেতে।

সম্পাদকঃ—শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ-সিদ্ধান্তী।

প্রকাশনসংস্থা—শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানম্, ২৯ বি, হাজরা রোড, কলিকাতা—২৯;

প্রাপ্তিস্থানম্—রাধাবাজার, নবদ্বীপ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ; পৃষ্ঠাসংখ্যা —২২+১০+২৬৮+৪৬, মূল্যম্—৮·০০ (রূপ্যকাষ্টকম্)

এতস্মাৎ প্রতিষ্ঠানাদনেনৈব সম্পাদকেনেতঃ পূর্ব্বং শ্বেতাশ্বতরেশা-কেনকঠপ্রশ্নাভিধেয়া উপনিষদঃ সম্পাদ্য প্রকাশিতাঃ। বঙ্গভাষীয়াণাং বিশেষতো গৌড়ীয়-বৈষ্ণবানামনিতরসাধারণমানন্দকারণং যদ্ বঙ্গ-ভাষয়া স্বসম্প্রদায়গতা গ্রন্থা বিস্তরব্যাখ্যানেন প্রকাশ্যন্তে। অন্বয়ানুবাদঃ, অনুবাদঃ, তত্ত্বকণা চ বঙ্গভাষায়াং বিদ্যন্তে। শ্রুত্যর্থবোধিনী ইতি যা সংস্কৃতবাঙ্ময়ী টীকা তত্রাস্তি সা টীকাকৃতাং পণ্ডিতাগ্রগণ্যানাং শ্রীনৃত্য-

গোপাল-পঞ্চতীর্থ মহোদয়ানাং শাস্ত্ররহস্যবেক্তৃত্বং সমুদ্‌ঘোষয়তীতি নিঃসংশয়ং বক্তুং পার্যতে।

শ্রীসীতানাথ-গোস্বামী

সুপরিচিত দৈনিক **'যুগান্তর'** এর ১৩৮০ সলের ১১ই শ্রাবণ, শুক্রবারের সংখ্যায় প্রকাশিত **'গ্রন্থবার্তা'** স্তম্ভে মুদ্রিত সমালোচনা—

শ্রীশ্রীউপনিষদ্ গ্রন্থমালা ঃ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন, ২৯ বি, হাজরা রোড, কলিঃ-২৯। মূল্য এক অংশের চার থেকে বারো টাকা পর্যন্ত।

বেদের শিরোভাগ উপনিষদসমূহ আর্যাবর্তের ধর্মীয় চিন্তাধারার প্রাচীনতা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মধ্যমণি। এর ভাস্কর দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়েছে ব্রহ্মজ্ঞানী, আত্মদর্শন জীবতত্ত্ব জগৎ নিরূপণ, ধর্মের সূক্ষ্ম বিচার প্রভৃতির কথা আর ব্রহ্মানুসন্ধান ও সাধনার পথ। অপর দিকে একে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে ভারতের সর্বত্র বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্য, কাব্য ও তাত্ত্বিক উপদেশ।

ধর্মের এই আকরে প্রবেশ বা এর রহস্য উদ্‌ঘাটন করা স্বল্পজ্ঞ সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। বহু জায়গায় একই উপনিষদের শ্লোকে শ্লোকে স্ববিরোধ, এমন কি এক শ্লোকে একই পংক্তিতে কথায় কথায় বিরোধ। ফলে পূর্বোক্ত বিচার, বুদ্ধি ও রুচি অনুসরণে সাধকগণ নানা টীকা রচনা করেছেন এবং নানা মতবাদ স্থাপন করেছেন। এর মধ্যে একদিকে শ্রীশঙ্কর ও তাঁর সম্প্রদায় এবং অপরদিকে শ্রীরামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণব আচার্যগণ। পক্ষান্তরে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও তদনুগ গোস্বামীপাদবৃন্দ প্রথম দিকে কোনও বৈষ্ণব সিদ্ধান্তপর টীকা রচনা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ

করেন নি। কারণ উপনিষদের সংক্ষিপ্ত সারবত্তা সূত্রাকারে লিখেছিলেন ভগবদবতার শ্রীব্যাসদেব এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন টীকাকারের হাতে এই সূত্রগুলির বিভিন্ন বা বিকৃত অর্থ হওয়ার ফলে জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে এই আশঙ্কায় শ্রীব্যাস-দেব ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত সূত্রের বিশদ ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা হিসাবে শ্রীমদ্‌ভাগবৎ রচনা করেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্ম শ্রীমদ্ ভাগবৎ ধর্মই। অতএব তাঁর অনুসারী গোস্বামিগণ বেদান্তের পৃথক টীকা রচনার আবশ্যকতা বোধ করেন নি। কিন্তু পরবর্তীকালে গাল্‌তাগদির বিচার উপস্থিত হওয়ায় বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ এক মাসের মধ্যে শ্রীমদ্ ভগবৎ-পর টীকা রচনা করেন। এই টীকাগুলি ঈশোপনিষদ ব্যতীত অধুনাকালে পাওয়া যায় না। এর ফলে শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রবর্তিত শ্রীভাগবদ্ ধর্ম প্রচারের যে অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তা পূরণ করেন শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনের বর্তমান সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ তাঁর উপনিষদাবলীর সম্পাদনায় ও 'তত্ত্বকণা' নামীয় টীকায়। তাঁর অবদান গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সুধীগণ বংশপরা-ম্পরাক্রমে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবেন।

দুরূহ উপনিষদের রহস্য উদ্‌ঘাটন এবং তার বিরোধসমূহের সুসমঞ্জস্য মীমাংসা সাবলীল ভাষায় প্রকাশ করা হিমালয় উল্লঙ্ঘনের মতই দুষ্কর। এ বিষয়ে শ্রীসিদ্ধান্তী মহারাজ তাঁর পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও লেখনীর যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা অনন্যসাধারণ। আমার বিশ্বাস ধর্মানুরাগী ও রসপিপাসু ব্যক্তিবৃন্দ 'তত্ত্বকণা' টীকা পাঠ করে মুগ্ধ হবেন।

সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক **'বসুমতীর'** বাংলা ১৩৮০ সালের ১১ই কার্ত্তিক, রবিবারের সংখ্যায় **পুস্তক পরিচয়** শীর্ষক স্তম্ভে প্রকাশিত সমালোচনা,—

১। তৈত্তিরীয়ৈতরেয়োপনিষদৌ ২। কোনোপনিষৎ ৩। মুণ্ডক-মাণ্ডূক্যোপনিষদৌ ৪। কঠোপনিষৎ ৫। ঈশোপনিষৎ ৬। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৭। প্রশ্নোপনিষৎ—ত্রিদণ্ডিস্বামিনা শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ-সিদ্ধান্তিনা সম্পাদিতা। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনের সম্পাদক শ্রীসতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্যার্ণব কর্তৃক ২৯ বি, হাজরা রোড, কলিকাতা ২৯ হইতে প্রকাশিত। বিভিন্ন খণ্ডগুলির মূল্য **১ম** ১০·০০, **২য়** ৫·০০, **৩য়** ৮·০০, **৪র্থ** ১২·০০, **৫ম** ৬·০০, **৬ষ্ঠ** ১০·০০, **৭ম** ৪·০০।

স্বদেশে ও বিদেশে অসংখ্য তত্ত্বজ্ঞ দার্শনিক পণ্ডিত উপনিষদ সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন এবং এ সম্বন্ধে গ্রন্থাদিও লিখেছেন প্রচুর। ওয়াল্টার রুবেন তাঁর 'Die Philosophender Upanishadau' গ্রন্থের মধ্যে বয়েস তাঁর গিফোর্ড বক্তৃতাবলীর মধ্যে এবং আর ই হিউম তাঁর 'The Thirteen Principal Upanishads'-এ এই মহান গ্রন্থের নিগূঢ় তত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করেছেন। দার্শনিক মনীষী সোপেনহায়ার বলেছেন, ' Upanishada are the solace of my life. '

* * * *

উপনিষদ সংখ্যায় বহু এবং ইহা বেদের অংশ বিশেষ। বেদ-চতুষ্টয়ের সঙ্গে উপনিষদগুলি অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বন্ধ। একে বেদের অন্ত্য বা শেষ ভাগ বলে বেদান্তও বলা হয়ে থাকে। বহু সংখ্যক এই উপনিষদগুলির মধ্যে শঙ্করাচার্য প্রধানতঃ যে এগারোটি প্রামানিক উপনিষদের কথা

বলেছেন তা হল—ছান্দোগ্য (সাম বেদ), বৃহদারণ্যক (শুক্ল যজুর্বেদ), তৈত্তিরীয় (কৃষ্ণ যজুর্বেদ), ঐতরেয় (ঋগ্বেদ), কেন (সাম বেদ), মুণ্ডক (অথর্ব বেদ), কঠ (কৃষ্ণ যজুর্বেদ), ঈশ (শুক্ল যজুর্বেদ), শ্বেতাশ্বতর (কৃষ্ণ যজুর্বেদ), প্রশ্ন (অথর্ব বেদ), মাণ্ডূক্য (অথর্ব বেদ) ।

এই উপনিষদগুলির টীকা-টিপ্পনীকারদের মধ্যেও কিন্তু নানা মতবাদ ও ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এর একদিকে আছেন শঙ্করাচার্য ও তৎসম্প্রদায় এবং অপর দিকে শ্রীরামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণব আচার্যগণ। পক্ষান্তরে স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভু ও তদনুগ গোস্বামীপাদবৃন্দ প্রথম দিকে কোনও বৈষ্ণব সিদ্ধান্তপর টীকা রচনা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রয়োজন বোধে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ অল্পকালের মধ্যে শ্রীমদ্‌ভাগবত পর টীকা রচনা করে সকলের সম্মান ও ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন। এই পণ্ডিতপ্রবর বলদেব রচিত উপনিষদসমূহের টীকাগুলি, একমাত্র ঈশোপনিষদ ব্যতীত, অধুনাকালে পাওয়া যায় না, একেবারে বিলুপ্তির পথে। এতে বৈদান্তিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শ্রীমন্‌মহাপ্রভু প্রবর্তিত শ্রীভাগবদ্‌ধর্ম প্রচারের যে অপূরণীয় ক্ষতি হতে যাচ্ছিল, তাহা প্রতিরোধ ও পূরণ হয়েছে শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনের বর্তমান সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত এই উপনিষদসমূহের প্রকাশে ও 'তত্ত্বকণা' নামাধেয় টীকায়। তাঁর এই অবদান কেবলমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণই নয়, অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভক্তজন ও গবেষকগণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবেন।

এই গ্রন্থগুলির কাগজ ও মুদ্রণকার্য উৎকৃষ্ট এবং বিশেষভাবে প্রচ্ছদপটগুলির মধ্যে সুরুচির পরিচয় বিদ্যমান।

Knowledge of the Brahman

The Sunday Amrita Bazar Patrika, November 4, 1973.

UPANISHADS IN 9 VOLUMES :

Tridandi Swami Sreemad Bhakti Sree Rup Siddhanti, Sree Saraswat Gaudiya Asan O Mission, 29 B, Hazra Road, Calcutta-29. Prices—Ecshopnishad—Rs. 6, Keno—Rs. 5, Katha—Rs. 12, Prasna—Rs. 4, Mundak and Mandyuka Rs. 8, Taitariya and Oitariya—Rs. 10 and Shwetaswatera—Rs. 10.

The scriptural treatise on the Upanishads elaborated in a series of volumes and unfolding the intellectual developments of religious topics, thoughts and culture of this land of Aryans from primitive times stands out with a dazzling brilliance as the central gem on the crown of the Vedas. In its resplendent celestial lustre, we find knowledge of the Brahman, self-realisation, the essence and truth behind life, the fundamentals of creation, the subtle and analytical study of religious theories and principles etc. Besides, sufficient light is thrown on the attainment of Brahman and the road to its fulfilment. On the other hand, with the Upanishads as nucleus, have grown up everywhere in India in different and tenets of religion.

It is well-known that in the Vaishnava religion taught by Lord Gouranga there is not anything new or

original, but it is just an exact replica of Sreemad Bhagabatam and is preached on the lines and teachings enunciated therein. So, like other Vaisnava schools of thought, the followers of Lord Gouranga, the Goswamis, did not think it necessary to compile a different note of the Vedanta to explain their ideas and interpretations. Some time later when the dispute in the shrine at Galta came to a climax Sreemad Baladeb Vidyabhusan brought out in a month a splendid annotation of the Vedanta with extensive notes and sub-notes strictly based on the follow-up of Sreeman Mahapravu's teachings and philosophy. It is a tragic misfortune that excepting the notes on Eeshopanishad by Sree Baladev, all his other notes are not available. As a result, the teachings, of Sreemad Bhagabatam as preached, taught and practised by Sreeman Mahapravu on the lines of the Vedanta are on the verge of obliteration, resulting in an irreparable loss to the Vaishnava devotees and other aspirants anxious to know the real meaning and ascertain the immense value of Sreeman Mahapravu's teachings and preachings. To meet this inexorable hand of time and to arrest this calamity of facing the extinction of Vaisnava exposition of the Vedanta, Paribrajak Acharya Tridandi Swami **Sree Bhakti SreeRupa Siddhanti Goswami** Maharaj, President, Sree Saraswat Gaudiya Asan O Mission, has brought out a very illuminating, learned edition of the Upanishads along with very clear notes under the caption of "Tatvakana". Gaudiya Vaishnavas and learned intellectuals of different schools will remem-

ber, from generation to generation, with gratitude and appreciation the masterly contribution of Sree Siddhanti Maharaj.

To extract the mysteries behind the most intricate and difficult verses of the Upanishads and to reconcile contradictions (as mentioned) in simple, easy-flowing and understandable language before ordinary people are stupendous tasks, but Sree Siddhanti Maharaj has done it with ease, comfort and magnificence.

—D. R. Bose.

কলিকাতা রাষ্ট্রিয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়স্য মহাচার্য্যেণ মহোপাধ্যায় বিবিধশাস্ত্রবেত্তৃ পণ্ডিতবর **শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ** বেদান্তরত্ন ভক্তিভূষণেন রচিতম্।

উপনিষত্তাত্পর্য্যম্

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে।

যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি বুধাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে।
তং দেবং পরমেশানং ভক্ত্যা বয়মুপাস্মহে॥

তত্র তদ্দর্শনোপায়ো বহুধা ভাষ্যকৃন্মতঃ।
কেচিজ্ জ্ঞানং কর্ম্ম কেচিৎ ভজনং কেচিদূচিরে॥
তমেব বিদিত্বাত্যেতি মৃত্যুং শ্রুতিরিয়ং দৃঢ়ম্।
বক্তি কিন্তু বেদনার্থ আচার্য্যাণাং পৃথক্ পৃথক্॥

ব্যাখ্যা বুদ্ধিবলাপেক্ষা সা নোপেক্ষ্যা সুখোন্মুখী।
ন্যায়েনৈতেন সুগমং পন্থানং ভেজিরে বুধাঃ॥
বিদ্যা হি দ্বিবিধা প্রোক্তা পরাপর-বিভেদতঃ।
ভক্তিস্তত্র পরা বিদ্যা তদন্যা কথ্যতেঽপরা॥

যয়াধিগম্যতেঽধীশঃ শ্রুতিসারমিদং ততঃ।
পুরুষৈর্নিত্যকল্যাণকামিভিঃ সা ন হীয়তে॥
কেচিদদ্বৈতমার্গেণ তদ্দর্শনমুশন্তি বৈ।
অন্যে যাগাদিভিঃ সাধ্যং জগুস্তদ্দর্শনং বুধাঃ॥

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদং শ্রীরামানুজঃ প্রভুর্জগৌ।
আচার্য্য মাধ্ববাদস্তু দ্বৈতমার্গে প্রবৃত্তিমান্ ॥
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনা শুদ্ধাদ্বৈতবাদঃ প্রবর্ত্তিতঃ।
নিম্বাদিত্যো বর্ণিতবান্ দ্বৈতাদ্বৈতমতং পৃথক্ ॥

মহাপ্রভুঃ শ্রীভগবান্ ব্রহ্মমাধ্বাদিভিঃ সহ।
গৌড়ীয়-সম্প্রদায়স্য ভেদাভেদমচিন্ত্যকম্ ॥
সিদ্ধান্তং বর্ণয়ন্ লোকে শুদ্ধভক্তি-প্রদর্শকঃ।
অনুসৃত্যাশয়ং খ্যাতো যদ্যপি শ্রূয়তে কিল ॥

কিন্তু বিদ্যাভূষণ শ্রীবলদেবঃ প্রভুঃ পুরা।
দশোপনিষদাং ভাষ্যং প্রণিনায় মনীষয়া ॥
দুর্ভাগ্যবশতোঽস্মাভিস্তত্রৈকমীশ-ভাষ্যকম্।
লব্ধমন্যদ্দুরাপং তত্ ত্রিদণ্ডিস্বামিনা স্বয়ম্ ॥

'ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তিনা'-চার্য্যেণ মহাত্মনা।
নাম্না 'তত্ত্বকণা' টীকা মহাপ্রভু-মতানুগা ॥
রচয়িত্বা সপ্রকাশা দশোপনিষদাবলৌ।
মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তিগাথা মঠাধীশেন রক্ষিতা ॥

সর্ব্বে গাস্যন্তি তদ্দানে প্রযত্নং বিশ্বমঙ্গলম্।
ঈশ-কেন-কঠ-প্রশ্ন-মুণ্ড-মাণ্ডূক্য-তিত্তিরি ॥
ঐতরেয়ঞ্চ শ্বেতাশ্বতরং গোপালতাপনী।
দশোপনিষদোহ্যেতা নিদানং ভাষ্যসঞ্চয়ে ॥

ইতি কৃত্বা তৎপ্রযত্নো কৃতস্তত্ত্বকণাকৃতৌ।
আধ্যাত্মিকমাধিদৈবমাধিভৌতিকমেব চ ॥
এতত্ত্রিদুঃখোপশমোঽভীষ্টত্বেন মতঃ স্মৃতঃ।
ষড়্দর্শনানি তচ্ছান্তৌ মার্গা ইতি বিভাব্যতে ॥

বেদান্তদর্শনং তেষু মুখ্যং শ্রুতিমতং যতঃ।
প্রতিজ্ঞা হেতুর্দৃষ্টান্তঃ পরামর্শো বিনির্ণয়ঃ॥
ইতি পঞ্চৈবাবয়বান্-সাধ্যতত্ত্বে বিনির্দিশেৎ।
ঈশঃ সদানন্দবিজ্ঞঃ কারণং স প্রপঞ্চকে॥

প্রতিজ্ঞৈষা জগত্‌সৃষ্টেঃ স্থিতেশ্চ লয়-হেতুতঃ।
হেতুনা সহ সম্বন্ধঃ কার্য্যস্য ব্যাপ্তিরুচ্যতে॥
দৃষ্টান্তো ঘটনির্ম্মাণে কুলালোঽব্যভিচারতঃ।
সাধ্যব্যাপ্তি বিশিষ্টস্য হেতোঃ পক্ষে স্থিতিঃ স্মৃতঃ॥

পরামর্শো নিগমনমতদ্ব্যাবৃত্তিরূপধৃক্।
প্রমাণাদি-পদার্থানাং নিশ্চয়ান্মুক্তিরুচ্যতে॥
নৈয়ায়িকৈর্ন তচ্ছক্যমানন্ত্যাৎ তত্ত্ববেদনে।
শ্রুত্যা বিরোধাৎ প্রকৃতের্হেতুতা সা কথং ভবেৎ॥

স ঐক্ষতেতি শ্রুত্যা যদ্বীক্ষণং জড়-দুর্লভম্।
মীমাংসকমতে কর্ম্ম নির্দিষ্টমীশদর্শনে॥
পারত্রিকং ফলং তদ্ধি কথমস্মিংস্তদাগমঃ।
বৈশেষিকাণাং সরণি র্ন্যায়দৃষ্ট্যা বিচার্য্যতাম্॥

যোগশাস্ত্রং তত্ত্বতস্তু ভগবদ্‌ভক্তিবর্জ্জিতম্।
শেষোবেদান্তসিদ্ধান্ত আশ্রেয়স্তত্ত্বনির্ণয়ে॥
মতভেদেষু তত্রাপি ভক্তিঃ পন্থাঃ সুসম্মতঃ।
বৈষ্ণবৈরাশ্রিতঃ সম্যগ্‌লক্ষ্যেষ্বব্যভিচারতঃ॥

তৎ প্রামাণ্যং ব্যাসসূত্রৈ স্তত্র তত্র প্রদর্শিতম্।
শ্রোতব্যঃ স হি মন্তব্যো নিদিধ্যাসন-গোচরঃ॥
ধ্যানং নিরন্তরং তত্ত্বমিতরচ্ছেদ-কারণম্।
ধ্রুবানুস্মৃতিরূপং তৎ তৈলধারা নিরন্তরা॥

যথা পতেৎ ত্বাবিচ্ছিন্নং ধ্যানং তদ্দর্শনে স্মৃতিঃ।
তস্মিন্‌দৃষ্টে কিমজ্ঞাতং কিমলভ্যং ভবেদিহ॥
অশেষকল্যাণগুণো ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ।
তল্লাভে দ্বিবিধা ভক্তিঃ সাধ্যসাধনভেদতঃ॥

শ্রবণাদি-নববিধা ভক্তিঃ সাধনমুচ্যতে।
প্রেমোৎকর্ষেণ তৎপ্রাপ্তিঃ সাধ্যা ভক্তির্নিগদ্যতে॥
আত্মনস্তত্র শরণধিয়া সর্ব্বসমর্পণাত্।
সা জায়তে তদিতরব্যাসঙ্গ-বিরতিস্তদা॥

এষ যোগ ইতি খ্যাতো ধ্যানাভ্যাসোঽপি তৎফলম্।
কীর্ত্তনং ভগবন্নাম্নো নামি-স্মরণকারণম্॥
অভেদো নামিনোনাম্নস্তস্মাৎ তৎকীর্ত্তনংপরম্।
তত্ত্বোপনিষদং জ্ঞাতুমিচ্ছামি পুরুষং পিতঃ॥

ইত্যর্থিতঃ পিতোবাচারুণয়ে বরুণঃ শ্রুতিম্।
প্রশ্নে কতমআত্মেতি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা সপূরুষঃ॥
নপশ্যো মৃত্যুংপশ্যতি নরোগং নোত দুঃখিতাম্।
ইতি চ্ছান্দোগ্যোপনিষদ্ আত্মানং স্বপ্রকাশকম্॥

জ্ঞানরূপঞ্চ বিজ্ঞানময়মন্যম্ মনোময়াৎ।
আনন্দময়মেতস্মাৎ বিজ্ঞানাচ্ছ্রেয় উচ্যতে॥
স ভূমা স রসস্তং বৈ লব্ধ্যানন্দীভবেৎ পুমান্।
সদেব সৌম্যেদমগ্র একমেবাদ্বিতয়কম্॥

বক্তি মুণ্ডকোপনিষচ্ছ্বেতশ্বতরবাগপি।
সত্যং জ্ঞানমনন্তং হি ব্রহ্মেত্যাহ মুহুর্মুহুঃ॥
অসমোর্দ্ধস্বরূপত্বাৎ ত্রিধাভেদ-বিবর্জ্জিতম্।
আত্মতত্ত্বং বদন্ত্যেতত্তদৌপনিষদং বচঃ॥

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদস্তু যাদৃগ্রূপঃ প্রকাশিতঃ।
উচ্যতে স হি সঙ্ক্ষেপাদদ্বৈতবাদ-খণ্ডনে॥
কর্ম্ম জ্ঞানং নোপযোগি তৎসাধনচতুষ্টয়ম্।
ততোঽথ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা শঙ্করস্য মতং পুনঃ॥

নৈতদ্ যুক্তং নায়মাত্মা লভ্যঃ প্রবচনেন হি।
ন মেধয়া ন শ্রুতেন ত্যাগেনাত্মা সমীক্ষ্যতে॥
ধ্রুবানুস্মৃতিরেব স্যাদ্দ্বারং তদ্দর্শনে স্মৃতম্।
যমেবৈষ হি বৃণুতে তেন লভ্যঃ স নান্যথা॥

তস্যৈব আত্মা বৃণুতে স্বাং তনুং মৌণ্ডকং বচঃ।
ধ্রুবানুস্মৃতিশব্দার্থোঽবিচ্ছিন্নং তস্যদর্শনম্॥
প্রত্যক্ষতাপত্তিরেতদ্দর্শনং প্রতিপাদিতম্।
ফলান্তরস্য বৈমুখ্যং তস্য প্রীতিং করোতি হি॥

ভক্তির্ধ্রুবানুস্মরণ উপাসনপদাভিধা।
ধ্রুবস্মৃতেঃ সাধনানি যজ্ঞাদীনীতি সম্মতম্॥
তমেবং বেদানুবচো যজ্ঞদানোপবাসকৈঃ।
ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি তস্মাৎ কার্য্যা ধ্রুবা স্মৃতিঃ॥

অশেষকল্যাণগুণোভগবানিতি শব্দ্যতে।
সত্যার্জবদয়াদানাহিংসা নপ্রতিকূলতা॥
কল্যাণানি হ্যনন্তানি শ্রীহরেঃ সন্তি সর্ব্বদা।
সত্যমেতদ্ বিশিষ্টং তদদ্বৈতং মতমুচ্যতে॥

নাস্মভ্যং রোচতে তদ্ যদীশোপনিষদোবচঃ।
বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চশ্রিত্বা যস্তদ্বেদোভয়ং স হি॥
অবিদ্যয়া মৃত্যুংতীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।
প্রমাণত্বেন ব্রহ্মাপ্তৌ জ্ঞানং কারণমুচ্যতে॥

কিং জ্ঞানেন হ্যভক্তস্য ন বা তৎ সর্ব্বগোচরম্ ।
কর্ম্মণা চ মৃত্যুং তীর্ত্বা কথমেতৎ প্রবর্ত্ততে ॥
জ্ঞানং ন সুলভং কর্ম্ম নৈব মূর্খেষু সম্ভবেৎ ।
স্ত্রীচণ্ডালাদিমূর্খাণামধিকারো ন যচ্ছ্রুতৌ ॥
উপাশ্রয়স্ততঃ পন্থাঃ সরলঃ সর্ব্বগো ভবেৎ ।
প্রহ্লাদ-ধ্রুব-নারীণাং তিরশ্চাং শ্রূয়তে হরেঃ ॥
দর্শনং পরমাবাপ্তিস্তস্মাত্তত্র প্রবর্ত্ততাম্ ।
সাধুমঙ্গলকৃচ্ছান্তস্ত্যাগমার্গে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥
মহারাজোঽবোধয়ত্তৎ শ্রুতিতত্ত্বকণৈঃ কৃতৈঃ ।
শ্রৌতভাষ্যৈঃ সানুবাদৈঃ যত্নতশ্চপ্রকাশিতৈঃ ॥
মহারাজনিদেশেন ভগবৎকৃপয়া ময়া ।
দ্বৈতবাদস্থাপনায় 'শ্রুত্যর্থ বোধিনী' কৃতা ॥
সাধবঃ পরিতুষ্যেয়ুর্যদি সা সার্থকঃ শ্রমঃ ।
ত্রুটিপ্রমাদৌ লক্ষ্যৌ চেৎ ক্ষমন্তাং বিদুষাংগণাঃ ॥

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথি,
১৩ই চৈত্র ১৩৮১ সাল।

শ্রীগোবিন্দপাদপদ্মমধুপসমপ্রেক্ষকঃ
শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ দেবশর্ম্মা

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

উপনিষদ্-গ্রন্থমালা-সম্বন্ধে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অভিমত—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ আশুতোষ-অধ্যাপক শ্রীঅদ্বৈতবংশ্য **ডক্টর শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী, শাস্ত্রী,** এম্, এ; পি, আর্, এস্; ডি, ফিল্; এফ, আর, এ, এস্ (লণ্ডন), স্মৃতি-মীমাংসাতীর্থ মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত—

ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, সভ্যতা ও অধ্যাত্মচেতনার মূলে রহিয়াছে বেদোপনিষৎ। পরমকল্যাণরূপ যে নিঃশ্রেয়স—যাহার উপরে আর কোন শ্রেয়ঃ নাই, উপনিষদে তাহারই উপদেশ আছে। যাহাকে লাভ করিলে সমস্ত চাওয়া-পাওয়া চিরতরে চরিতার্থ হয়, উপনিষৎ তাহারই পরিচয় দিয়াছে। পারমার্থিক জ্ঞানের দ্বারাই সেই কল্যাণ লাভ হয়। জ্ঞান বলিতে পরতত্ত্বের জ্ঞান—যথার্থ সত্যের উপলব্ধি। দেশ, কাল বা স্বার্থের কোন সঙ্কীর্ণ সীমার বাহিরে নিখিলের সঙ্গে, অসীমের সঙ্গে মিলিত হইবার সে সাধনা। উহাতে বন্ধন নাই। দুঃখ নাই, আছে শুধু বন্ধনহীন স্বরূপ-উপলব্ধির আনন্দ।

এই অমৃততত্ত্বের উপদেশ দিয়াছে বেদের উপনিষদ্ভাগ। উপনিষদে আছে বেদের সার এবং শেষ কথা। তাই ইহার নাম বেদান্ত বা বেদের সারসিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের 'উপ' অর্থাৎ নিকটে উপস্থিতি ঘটিলে উহার কিরণ মঞ্জুষায় 'নি' অর্থাৎ নিশ্চিত জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তাহাতে অজ্ঞান 'অবসাদিত' অর্থাৎ বিনষ্ট হয়। উপনিষৎ শব্দের ইহাও এক তাৎপর্যার্থ।

আ

ইহা আমাদের বিশেষ আনন্দের কথা যে শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন উপনিষদের সেই অমৃতময় তত্ত্বের প্রচার ও প্রসারকল্পে ত্রিদণ্ডি-শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ-সিদ্ধান্তি গোস্বামি মহাশয়ের সুযোগ্য সম্পাদনায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতানুবর্ত্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের ব্যাখ্যাসম্ভারে সমৃদ্ধ কয়েকটি উপনিষদ্‌গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় ও শ্বেতাশ্বতর—এই নয়খানি উপনিষৎ এ পর্যন্ত তাঁহারা প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহারা গোপালতাপনীও প্রকাশ করিবেন জানিতে পারিলাম। তাঁহাদের এই সুমহৎ কার্য স্বকীয় গুণগৌরবেই অজস্র প্রশংসার দাবী রাখে। লোকসমাজে এই সমুজ্জ্বল শাস্ত্ররত্নের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার আন্তরিক-ভাবে কামনা করি।

অদ্বৈতবংশ্য
শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ,
আশুতোষ-অধ্যাপক।

২৮।১।৭৩

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পরিবারসম্ভূত **ডক্টর শ্রীসীতানাথ গোস্বামী** এম্, এ; ডি, ফিল্; বেদ-বেদান্ত-ব্যাকরণতীর্থ মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহাশয়কর্তৃক সম্পাদিত নয়খানি উপনিষদের গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়সম্মত সংস্করণ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন এই গ্রন্থগুলি

প্রকাশিত করিয়াছেন একমাত্র ভগবদিচ্ছায় প্রেরিত হইয়া, অন্যথা এইরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ এত সুলভমূল্যে বিক্রীত হইত না। শাস্ত্র-প্রচারের পবিত্র ব্রত অবলম্বন করিয়া তাঁহারা যেরূপ নিখুঁত সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। অবশ্য এই প্রতিষ্ঠান এবং উক্ত স্বনামধন্য সম্পাদকের এইগুলিই প্রথম শাস্ত্রগ্রন্থ নহে, ইতিপূর্বে এই নাম-দুইটি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে তথা দার্শনিকসমাজে সুবিদিত হইয়াছে। অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে পারি 'বেদান্তসূত্রম্' গোবিন্দভাষ্যসহ, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা গীতাভূষণভাষ্যসহ। এই গ্রন্থদ্বয়ের উপর যথাক্রমে সিদ্ধান্তকণা ও অনুভূষণ টীকাদ্বয় উক্ত সম্পাদকের অসাধারণ কীর্তি। এই সুপরিচিত সম্পাদকের সম্পাদিত নয়খানি উপনিষদের সংস্করণ যে সুন্দর হইবে তাহা বলা বাহুল্য। তথাপি মনের আবেগে না বলিয়া পারি না যে, উপনিষদ্‌গুলির উপরে লিখিত 'তত্ত্বকণা' টীকাটি অতি অপূর্ব হইয়াছে।

ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ দশখানি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই ভাষ্যগুলি জনসমাজে বহুল প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। বর্তমান জগতে মুদ্রাযন্ত্রের যথেষ্ট প্রসার ঘটিয়াছে সুতরাং অমুদ্রিত হস্তলিখিত গ্রন্থ অনাদৃতই থাকিয়া যায়। যে-রত্ন পথিপার্শ্বে অবহেলিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে তাহা বহুমূল্য হইলেও সমাদৃত হয় না, উপযুক্ত রত্নশাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তিই তাহার মূল্য নিরূপণ করিতে পারেন এবং অনাদৃত রত্নটিকে জনসমাজে উপস্থাপিত করিয়া তাহার মহার্ঘতা বুঝাইয়া দেন। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ সেই অপ্রচলিত টীকাকে প্রকাশিত করিবার পর আজ সর্বত্র ঈশোপনিষদের বলদেবকৃত টীকা যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। অবশিষ্ট নয়খানি উপনিষদের উপরে বলদেবকৃতা

টীকা আজ অনুপলব্ধ রহিয়া গেল, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। অপর কোনও সময়ে কোনও জহুরী কোন্ সুদূর গ্রাম্য পরিবেশের মধ্য হইতে অপর টীকাগুলি উদ্ধার করিয়া প্রকাশিত করিবেন—এই আশা মনের মধ্যে রাখিলাম। কিন্তু দুঃখের মধ্যে সুখের কথা এই যে, শ্রীভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তি মহারাজ তাঁহার 'তত্ত্বকণা' নামক টীকার দ্বারা গৌড়ীয় সিদ্ধান্তানুগ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া বোধ করি বলদেবের টীকার অভাবটি আংশিক দূরীভূত করিয়াছেন। উপনিষদের সহিত গীতার তত্ত্বের অভেদপ্রতিপাদন, গীতার সহিত ব্যাসসূত্রের, ব্যাসসূত্রের সহিত ভাগবতের এবং ভাগবতের সহিত চৈতন্যচরিতামৃতের একত্ব উপপাদিত করিয়া আমাদের আচার্যগণ যে শাস্ত্রধারার অবিচ্ছেদ ঘটাইয়াছেন তাহারই উন্মেষ ও সহজ সমাবেশ দৃষ্ট হইবে এই 'তত্ত্বকণা' টীকাতে। শ্রুত্যর্থবোধিনী টীকাতে পণ্ডিত শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ মহাশয় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, শাস্ত্রসিদ্ধান্ত পরিপালনের জন্য তিনি এই সম্প্রদায়ের সকলের শ্রদ্ধা সমাকর্ষণ করিবেন।

ঈশোপনিষদ্ ব্যতীত কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বলদেবকৃতা টীকা দুর্লভ হওয়ায় রঙ্গরামানুজকৃতা 'প্রকাশিকা' টীকা সংযোজিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-সম্প্রদায় এই টীকাটি সাদরে অধ্যয়ন করিবেন, ইহা একটি প্রাচীন টীকা। পরবর্তী গ্রন্থরূপে এই মিশন প্রকাশিত করিতেছেন 'গোপাল-তাপনী' উপনিষদ্। ইহাতে বিশ্বনাথচক্রবর্তিপাদের টীকা, অন্বয়, অনুবাদ প্রভৃতি সংযোজিত থাকিবে। আশা করা যায় যে, ইহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

এই মিশনের এই প্রয়াস সর্বথা প্রশংসনীয়। গোস্বামিশাস্ত্রের অভিবৃদ্ধির জন্য তাঁহারা যে প্রযত্ন অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে সমগ্র

বঙ্গপ্রদেশ ও গৌড়ীয় সম্প্রদায় এই মিশনকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিবেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহাদিগের সকল প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হউক্।

"কল্যাণী"
৬৩।১এ, সেলিমপুর লেন,
কলিকাতা-৩১
২৫. ১২. ১৯৭২

শ্রীসীতানাথ গোস্বামী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ন্যায়াচার্য **শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী,** এম্, এ ; মহোদয়ের লেখনীতে পাই—

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্।

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়াসন ও মিশন হতে ঈশ কেন কঠ প্রশ্ন মুণ্ডক মাণ্ডুক্য তৈত্তিরীয় ঐতরেয় ও শ্বেতাশ্বতর এই নয়টি উপনিষদ্ প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছেন। এতে আমি আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছি। গ্রন্থগুলিকে সুদৃশ্য সুখপাঠ্য ও সুবোধ্য করার জন্য কর্তৃপক্ষ সকলের ধন্যবাদার্হ। আশা করি ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যকও এইভাবে অচিরেই লোকলোচন-গোচর হবেন।

ইদানীন্তন মানবসমাজ বিশ্বগ্রাসী ভৌতিক ভোগলালসায় পশুপ্রায়। পরপীড়নপ্রবণতা ও আত্মম্ভরিতা মানবিকতার কণ্ঠরোধে সমুদ্যত। এই উত্কট সংকট সময়ে উপনিষদের প্রসার ও প্রচার সুসঙ্গত, সময়োচিত ও অকৃত্রিম মানববান্ধবতার পরিচায়ক। উপনিষদ্ সীমাশূন্য মহিমায় উদ্ভাসিত। উপনিষদের আলোকে মানবাত্মা স্বীয় মহনীয়-

তম অলৌকিক স্বরূপের সন্ধান পায়। নশ্বর নিঃস্ব বিশ্বে উপনিষদ্ সুবর্ণময় সনাতন সম্পদ্, ভারতের সর্বোত্তম অনুপম নিধি। উপনিষদের প্রভায় সত্যসমীক্ষারত ব'লেই ভারত ভা-রত। উপনিষদ্ অবিরত বর্ষিত শ্রাবণ বারি ধারা, যার দ্বারা সংসারে অহর্নিশ ধূমায়িত প্রজ্বলিত ঈর্ষ্যা হিংসা রাগ দ্বেষ অহঙ্কার সংঘর্ষ দাবানল নিঃশেষে নির্বাপিত হয়, নব নব জীবনসমস্যায় বিবশ মানবনিবহের সকল সন্তাপ অপগত হয়। এই শাস্ত্র অধ্যাত্ম-আকাশে ভাস্বর ভাস্কর, যার পূত প্রখরপ্রকাশে মানুষের আন্তর নিবিড় অজ্ঞানতিমির চিরতরে দূরীভূত হয়। বিষম বিষয়বাসনা-বিষমূর্চ্ছিতের নিকট পীযূষপ্রবাহসম এই উপনিষত্ শাস্ত্র অনাদি ভ্রান্তি-অশান্তিনাশক এবং অনন্ত শাশ্বতশান্তির প্রশান্ত মহাসাগর। উপনিষদের প্রকাশ ও প্রচার সদা বন্দনীয় ও চিরবাঞ্ছনীয়। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়াসন ও মিশনের প্রাণপুরুষ শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপসিদ্ধান্তী মহারাজ এই সর্বজনবরণীয় পুণ্যকর্মে মহাসমারোহে প্রবৃত্ত ও অগ্রসর হয়েছেন, এতে কে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধালু না হবে?

ভারতবর্ষে অধ্যাত্মপথিক-আচার্য্য প্রস্থানত্রয়ের প্রচার অপরিহার্য্য মনে করেন। অদ্বৈত বেদান্তী শৈবাচার্য্যগণ পরম্পরানুসারে প্রস্থান-ত্রয়ের প্রচারে মনোনিবেশ করেছেন। দ্বৈতবেদান্তী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ পরম্পরাক্রমে অনুরূপ প্রয়াস করেন নাই। এইজন্য বৈষ্ণবসমাজে প্রস্থানত্রয়ের বহুল প্রচার হয় নাই। এতে সকলের নির্বেদ ও খেদ হওয়া স্বাভাবিক। ঔপনিষদ পরমপুরুষের প্রেরণায় শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী মহারাজ ঐ সঞ্চিত খেদ নির্বেদের দূরীকরণের জন্য উদ্যত ও উদ্যমরত হয়েছেন। এতে সকলের আশ্বাসিত ও আহ্লাদিত হওয়ারই সুযোগ হয়েছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসন্ন্যাসী সিদ্ধান্তী মহারাজ ইতঃপূর্বে শ্রীগোবিন্দভাষ্য-ভূষিত বেদান্তদর্শন সুরম্যরূপে প্রকাশিত করেছেন। তাতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসিদ্ধান্তসমন্বিত ব্যাখ্যাবিবৃতি যোজনা করে দুরূহ বেদান্ততত্ত্বকে সার্বজনীন বোধগম্য করেছেন। ঐ একটি কার্য্যের জন্যই তিনি সারস্বত সাধকসম্প্রদায়ে সদা সম্মানিত হয়ে থাকবেন। এখন উপনিষদ্ ব্যাখ্যায় ব্রতী হয়ে তিনি অদম্য উত্সাহ, অসীম বৈদুষ্য, সমুচিত মানবহিতৈষিতা ও অনুকরণীয় শাস্ত্র প্রচারব্যসনিতায় সকলের স্তুতির বিষয় হয়েছেন। তদীয় ব্যাখ্যাদিসহিত উপনিষদ্ সমাজে অধ্যাত্ম-জাগরণ আনয়নে সমর্থ হবেন মনে করি। জটিলতত্ত্বকে স্বচ্ছভাষায় সহজবোধ্য করতে তিনি সিদ্ধহস্ত। আমি তাঁর এই মহতী কীর্তির, এই জ্ঞানপ্রসারব্রতের জন্য সশ্রদ্ধ সাধুবাদ জানাই। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হয়েও তিনি যে মনুষ্যসমাজের প্রকৃত সেবায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, তার জন্য মনুষ্য সমাজে তিনি চিরস্মরণীয় হবেন। আমি শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের শ্রীচরণদ্বন্দ্বে অকপট কামনা জানাই—শ্রীমত্ সিদ্ধান্তী মহারাজ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট সম্পাদন করে বিশ্ববৈষ্ণবসভায় সভাজিত হোন্।

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক **শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য** (**শাস্ত্রী**) এম্, এ; তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের মন্তব্যে পাই—

সারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন হইতে প্রকাশিত নয়খানি উপনিষদ্ দেখিয়াছি। উহার মধ্যে আটখানি উপনিষদে বিশিষ্টা-

দ্বৈত সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজাচার্য্যের ভাষ্য ও শ্রুত্যর্থ-বোধিনী নামক নব্য একটি টীকা, অন্বয়ানুবাদ, মূলানুবাদ ও তত্ত্বকণা নামক প্রাঞ্জল বিস্তৃত বাংলা ব্যাখ্যা মুদ্রিত হওয়ায় এই সকল গ্রন্থের গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমি এই সকল গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদিগণের যে কোন ব্যক্তি ইহা পড়িয়া শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। তত্ত্বকণায় নিজ মত সমর্থনের জন্য যে সমস্ত শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা প্রশংসনীয়। সিদ্ধান্ত বিষয়ে আচার্য্যগণের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও এবং যুক্তিতর্ক সকলের গ্রহণযোগ্য না হইলেও স্বসম্প্রদায়ে ইহা যে অতুলনীয়, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এ যুগে তত্ত্বানুসন্ধিৎসু প্রকৃত পাঠক ও সমালোচক অতীব বিরল। তন্মধ্যে যাঁহারা মনোযোগ দিয়া পড়িবেন, তাঁহারা আনন্দিত হইবেন। আমি এই সকল গ্রন্থের বহুল প্রচার ও সমালোচনা কামনা করি। ইতি

২০।৯।৭৩
৯ রাজকৃষ্ণ

শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী

কলিকাতা রাষ্ট্রিয় সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ, **বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের** প্রাক্তন আচার্য্য মহামহোপাধ্যায় **ডক্টর শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী,** এম্, এ ; পি, আর, এস্ ; ডি, লিট মহোদয় লিখিয়াছেন—

'শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন' কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও পরম আদরণীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ-সিদ্ধান্তি-গোস্বামী মহাশয়

কর্ত্তৃক সম্পাদিত সটিক ও সবিবরণ 'ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈতরীয়, ঐতরেয়, প্রশ্ন ও শ্বেতাশ্বতর' নয়খানি উপনিষদ্ গ্রন্থরত্ন পাঠ করিয়া যে কি পরিমাণ আনন্দ অনুভব করিয়াছি, তাহা লিখিয়া বুঝাইবার ভাষা নাই। বর্ত্তমান যুগে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে উপনিষদ্ সাহিত্যের প্রতি সমধিক রুচি জাগিয়াছে। সাক্ষাৎভাবে গুরুর উপদেশ ব্যতিরেকে উপনিষদ্ গ্রন্থের তত্ত্ব বুদ্ধিস্থ করা সম্ভব নহে। কিন্তু ইহা পরম আনন্দের বিষয় যে, গোস্বামী মহোদয়ের সম্পাদনায় বিবরণাংশ এরূপভাবে সহজবোধ্য হইয়াছে যে, অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে অর্থবোধে কোন বাধা হইবে না।

আরও কথা এই যে, বিবৃতিগুলি সর্ব্বত্রই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সিদ্ধান্তানুসারে হওয়ায় উহাদের মর্য্যাদা সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

আমার একান্ত বিশ্বাস এই গ্রন্থগুলির প্রকাশে সুধীপাঠকসমাজ সাতিশয় উপকৃত হইবেন। আমি এই অনুপম গ্রন্থরাজির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী

কলিকাতা রাষ্ট্রিয় সংস্কৃতমহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পরম পণ্ডিত **শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য** এম্, এ; পি, আর, এস্ (লণ্ডন) মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত—

শ্রীস্বারস্বত গৌড়ীয়াসন মিশন হইতে প্রকাশিত ও ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীমদ্ ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তি গোস্বামি কর্ত্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন উপনিষদ্ গ্রন্থ পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সম্মত টীকা ও অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ সম্মত তত্ত্বকণা-নাম্নী ব্যাখ্যা এই প্রকাশনের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। সর্বসাধারণের বোধ্য প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় এইভাবে উপনিষদের গম্ভীর তত্ত্ব প্রকাশ করা অতিদুরূহ কার্য্য। ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া ধারণা হইল, গ্রন্থসম্পাদক এই কার্য্যে সার্থকতা লাভ করিয়াছেন।

আর্য চিন্তাধারা সুশৃঙ্খলগতিতে প্রবাহিত হইয়া কিভাবে পরমগম্যে বিশ্রান্তিলাভ করিয়াছিল বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। উপনিষদ্‌ই ঐ তাত্ত্বিক চিন্তার মূল উৎস। 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ' এই বৃহদারণ্যক শ্রুতি আত্মার উপাদেয়তা ও জীবের অজ্ঞতা সম্বন্ধে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া যুগে যুগে মানবকুলকে নিঃশ্রেয়সের পথে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। পরম কল্যাণের পথ প্রদর্শক উপনিষদের বাণী যত প্রচারলাভ করে ততই মঙ্গল।

তত্ত্বদর্শী আচার্য্যগণের ভাষ্যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে উপনিষদ্ তত্ত্বের গূঢ়মর্ম ব্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতাবলম্বনে রচিত এইরূপ উপনিষদের ব্যাখ্যা ইতঃপূর্বে দৃষ্টিগোচর হয় নাই। গ্রন্থসম্পাদক শ্রীমৎ সিদ্ধান্তি মহারাজের এই অভিনব উদ্যম সুধীসমাজে বিশেষভাবে অভ্যর্থিত হইবে ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ইতি—

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য

অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ,

কলিকাতা।

১৬. ৩, ৭৩.

কলিকাতা রাষ্ট্রিয় সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্‌চারার **শ্রীযুক্ত কালীচরণ শাস্ত্রী**, এম্, এ ; ডবলিউ, বি, এস, ই, এস ; এফ, আর, এ, এস, (লণ্ডন) মহোদয়ের অভিমতে পাই—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তি গোস্বামী প্রভুপাদের সুযোগ্য সম্পাদনায় শ্রীসতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, বিদ্যার্ণব, ভক্তিপ্রমোদ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ঈশাদি উপনিষদ্ গ্রন্থরাজি পাইয়া পরম পুলকিত হইলাম। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা ও শ্রীগোবিন্দভাষ্য সম্বলিত চারিখণ্ডে সম্পূর্ণ ব্রহ্মসূত্র এই মহাগ্রন্থদ্বয় সম্পাদনা করিয়া উক্ত গোস্বামী প্রভুপাদ বঙ্গীয় দর্শনশাস্ত্রানুরাগি-সমাজের, বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের চিরকৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। আমাদের দেশে উপনিষৎ সমূহের শঙ্কর ভাষ্যের পঠন পাঠনই সচরাচর হইয়া থাকে। তাই শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণের ভাষ্যাবলী বিলুপ্ত-প্রায়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য্য শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ মুনীন্দ্রকৃত 'প্রকাশিকা' ভাষ্যও আমাদের দৃষ্টি পথে বড় পড়ে না। সম্প্রতি উক্ত গোস্বামী প্রভুপাদের সুযোগ্য সম্পাদনায় ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় ও শ্বেতাশ্বতর এই নয় খানি উপনিষৎ প্রকাশিত হইল। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরম আদরণীয় গোপালতাপনী শ্রুতি গ্রন্থখানি মুদ্রণ যন্ত্রস্থ ; উহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। আশা করি ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক এই মহোপনিষদ্দ্বয় আশু প্রকাশ লাভ করিবে। গোস্বামী প্রভুপাদ পরম করুণাময় পরমেশ্বরের বিশেষ কৃপালাভে ধন্য, অন্যথা স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এইরূপ মহাগ্রন্থরাজি এইরূপ অতিআধুনিক রীতিতে সুবিন্যস্ত হইয়া প্রকাশিত হইতে পারিত না।

অদ্বৈত সম্প্রদায়ের উপনিষদ্ গ্রন্থাবলীর তুলনায় এই গ্রন্থাবলী সম্পাদনাকুশলতায় অনেক উচ্চস্তরের। সম্পাদক গোস্বামিমহারাজ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের অধুনালুপ্ত ভাষ্যসমূহের মধ্যে ঈশোপনিষদের ভাষ্যখানি উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তৎসহ মাধ্বভাষ্য, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত ভাষ্য 'বেদার্কদীধিতি' ও তৎকৃত উহার বঙ্গানুবাদসহ ভাবার্থ এবং পরিশেষে স্বয়ং সম্পাদক মহাশয়ের পরম পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ সুললিত বঙ্গভাষায় লিখিত 'তত্ত্বকণা' নাম্নী অনুব্যাখ্যা পরপর সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারের একটি মহামূল্য সম্পদ্‌রূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। অধিকন্তু পণ্ডিতপ্রবর শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ, বেদান্তরত্ন, ভক্তিভূষণ মহোদয়কৃত শ্রীবলদেব ভাষ্যের সুললিত বঙ্গানুবাদে ঈশোপনিষদ্ গ্রন্থখানি আরও সুসমৃদ্ধ হইয়াছে।

অপর আটখানি উপনিষদে অপ্রাপ্য শ্রীবলদেব ভাষ্যের স্থলে শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ মুনীন্দ্র বিরচিত 'প্রকাশিকা' ভাষ্য-প্রদত্ত হইয়াছে। তৎসহ সংযোজিত হইয়াছে সুপণ্ডিত শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের 'শ্রুত্যর্থ-বোধিনী' নাম্নী সুবিস্তৃত টীকা। আর স্বয়ং সম্পাদক মহাশয়ের পরমপাণ্ডিত্যপূর্ণ বাংলা অনুব্যাখ্যা 'তত্ত্বকণা' তো আছেই; এই 'তত্ত্বকণায়' সম্পাদক মহাশয় শ্রুতিসমূহের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্তিত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ ব্যাখ্যা প্রদানের সার্থক প্রচেষ্টা করিয়াছেন।

প্রতিটি উপনিষদের ভূমিকাংশে উপনিষৎখানির পরিচয় এবং উপনিষৎ পাঠকের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিবিধ তত্ত্ব ও তথ্য-সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা, তারপর প্রতিটি মন্ত্রের মর্মকথা প্রাঞ্জল বাংলাভাষায় প্রদত্ত হওয়ায় সাধারণ পাঠকশ্রেণীর নিকট দুরূহ বেদান্ততত্ত্বে প্রবেশের

দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থরাজি সম্পাদনায় কোন কার্পণ্য বা অবহেলা প্রদর্শিত হয় নাই। কাগজ, ছাপা, বাঁধাই এবং প্রচ্ছদপট সবই এককথায় চমৎকার। তদুপরি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের এবং বিভিন্ন শ্রীমন্দিরের নিত্যপূজিত শ্রীবিগ্রহগণের নয়নাভিরাম আলোকচিত্র সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থরাজি অতীব চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। মোটের উপর ঈদৃশ সুসম্পাদিত গ্রন্থ সাহিত্যজগতে সুবিরল। গ্রন্থাবলীর বহুল প্রচার একান্ত কাম্য।

কালীচরণ শাস্ত্রী

জাতীয় অধ্যাপক ভাষাচার্য্য ডক্টর শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্, এ ; ডি, লিট্ মহোদয় লিখিয়াছেন—

কলিকাতার শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া একটি বিশেষ মহত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, যে কার্য্যের মূল্য সকল সুধী সহৃদয় বিপশ্চিৎ পণ্ডিতজন একবাক্যে স্বীকার করিবেন, এবং এই মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠাতৃবর্গকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ দিবেন—সেই কার্য্যটি হইতেছে, মুখ্য উপনিষদ্‌গুলির একটি অভিনব সটীক ও সানুবাদ সংস্করণ। এই সংস্করণের বিশেষত্ব হইতেছে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আম্নার মতে উপনিষদের প্রকাশ। বেদান্ত-চর্চায় প্রস্থানত্রয়ের প্রামাণিক টীকা ব্যতীত, বেদান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত কোনও সম্প্রদায়ের অথবা দার্শনিক ব্যাখ্যার কোনও মর্য্যাদা নাই। শাঙ্কর বেদান্ত—শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ—শঙ্করাচার্য্য-রচিত টীকার উপর স্থাপিত—তদ্রূপ বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্যের উপর, দ্বৈতবাদ মধ্বাচার্য্যের ভাষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেকটি

সর্ব্বজন-স্বীকৃত বৈদান্তিক আম্নায়ের নিজস্ব ভাষ্য আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ দর্শনের শাস্ত্রীয় স্থাপনা খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে আচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণের দ্বারা তাঁহার বেদান্ত-সূত্রের গোবিন্দ-ভাষ্যের মাধ্যমে হইয়াছিল, এবং তৎকৃত শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার টীকা গীতাভূষণ ও স্মৃতিপ্রস্থান অনুসারে অচিন্ত্যভেদাভেদ মতবাদের প্রতিষ্ঠার অন্যতম মৌলিক টীকাত্মক শাস্ত্র। ইতিপূর্ব্বেই এই দুই টীকা গ্রন্থের সহিত, প্রচুর ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ প্রভৃতির সহযোগে বেদান্ত-সূত্র এবং ভগবদ্ গীতার প্রকাশনা শ্রীগৌড়ীয় মিশন করিয়াছেন। এবং এই দুই অত্যন্ত উপযোগী পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্করণের জন্য বঙ্গীয় সুধী সমাজ প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তি গোস্বামীর নিকট ঋণী। শ্রুতি-প্রস্থানের সম্পূর্ণ উপনিষদাবলীর টীকা শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় সম্ভবতঃ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার রচিত দুইখানি উপনিষদের—যথা ঈশা ও গোপালতাপনী উপনিষদের টীকা-মাত্র উপলব্ধ হইয়াছে, এই দুইটির মধ্যে শ্রীমৎ শ্রীরূপসিদ্ধান্তি গোস্বামী ঈশোপনিষৎখানির বলদেব বিদ্যাভূষণের টীকা ও তাঁহার স্বকীয় ব্যাখ্যা, টীকা, টিপ্পনী সমেত একখানি সুন্দর সংস্করণে প্রকাশিত করিয়াছেন। গোপালতাপনী উপনিষৎ এখন সম্পাদনা এবং প্রকাশনার অপেক্ষায় আছে।

ইতিমধ্যে শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মিশন এই প্রধান উপনিষদগুলি কয়েক বৎসরে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সঙ্গে প্রকাশিত করিয়াছেন—ঈশোপনিষৎ ব্যতিরেকে—কেন, কঠ, শ্বেতাশ্বতর, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, প্রশ্ন, তৈত্তিরীয় ও ঐতরেয়। এই সমস্তই শ্রীযুক্ত শ্রীরূপসিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও নিষ্ঠা এবং শ্রমের ফল। এই উপনিষদ্-গুলির মৌলিক অচিন্ত্যভেদাভেদ-মত প্রতিপাদক টীকা নাই। বিকল্পে রামানুজাচার্য্যের প্রশিষ্য রঙ্গরামানুজাচার্য্য-পাদের টীকা

(শ্রীসম্প্রদায়মতানুসারী হইলেও) সমেত এই উপনিষৎসমূহ সম্পাদিত ও মুদ্রিত হইয়াছে, এবং শ্রীযুক্ত শ্রীরূপসিদ্ধান্তী গোস্বামি মহারাজ স্বকৃত "তত্ত্বকণা" ব্যাখ্যায় অচিন্ত্যভেদাভেদ-মূলক গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের অভাব নিরসনের সার্থক প্রয়াস করিয়াছেন। উপনিষদের পূর্ণ শাস্ত্রীয় আলোচনায় এখন শ্রীগৌড়ীয় মিশনের এই সংস্করণ অপরিহার্য্য হইবে বলিয়া মনে হয়। বঙ্গদেশের অনূচান শাস্ত্রবিৎ সুধী সমাজের নিকট শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসনের অনুষ্ঠিত এই সরস্বতী-সেবা সাধুবাদ পাইবে ইহা আশা করি। ইতি—রাসপূর্ণিমা, অগ্রহায়ণ ; বঙ্গাব্দ ১৩৭১, ২০শে নভেম্বর ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দ।

শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষাপরিষদের সচিব **ডক্টর শ্রীসুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়** এম্, এ ; ডি, ফিল্, মহাশয় লিখিয়াছেন—

নানাপ্রকার আধুনিক গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয়ের পরে সারস্বত গৌড়ীয়াসন মিশনের শ্রীমদ্‌ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত উপনিষদাবলী (ঈশা, কেন, কঠ, শ্বেতাশ্বতর, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়) পাঠে মনে হইল, আমি স্বিন্ন অবস্থায় স্নাত হইলাম। যে উপনিষদ্ধেনু হইতে গীতাগোরস দোহন করা হইয়াছিল, তাহার অবশ্য পাঠ্যতা সর্ব্বজন স্বীকৃত। উপনিষদ্ ভারতের চতুঃসীমা লঙ্ঘন করিয়া পাশ্চাত্য দেশেও যে কি প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ জর্মাণ মনীষী শোপেনহাওয়ারের উক্তি "উপনিষদের জন্য আমি জীবিত আছি, মৃত্যুতেও উপনিষদেই শান্তি লাভ করিব।" ইদানীন্তন কালে যখন মানুষের মধ্যে হানাহানি, বিবাদ বিসম্বাদ বিশ্বব্যাপী, যখন জনাকীর্ণ নগরকে হুতবহপরীত

গৃহের ন্যায় মনে হয়, তখন শান্তির ললিতবাণী একমাত্র উপনিষদ্‌ই প্রচার করিতে পারে।

এমন অমূল্য উপনিষদাবলীর নির্ব্বাচিত গ্রন্থসমূহের সুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিয়া উক্ত ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহাশয় বাঙ্গালী পাঠক সমাজের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই যুগে বিজ্ঞানের জয়গানে সব দেশ মুখর। কিন্তু বিজ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানও অপরিহার্য্য। প্রাচীন ভারতের জ্ঞান ভাণ্ডার যে উপনিষদ্ সমূহে নিহিত, ঐগুলির এত সুন্দর সংস্করণ পূর্ব্বে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

সংস্করণগুলিতে আছে মূলের পরে অন্বয়ানুবাদ, সংস্কৃত ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদ। ব্যাখ্যা ও অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল। বর্ণানুক্রমিক মন্ত্রসূচী গ্রন্থের উপযোগিতা বৃদ্ধি করিয়াছে।

চৈতন্যমহাপ্রভুপ্রবর্তিত অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত অনুযায়ী তত্ত্বকণাও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

ইহা পরম পরিতৃপ্তির বিষয় যে, এই প্রতিষ্ঠান কিয়ৎকালপূর্ব্বে ব্রহ্মসূত্রের বলদেবীয় গোবিন্দভাষ্য প্রকাশিত করিয়া সুধীসমাজের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এত অল্পসময়ের মধ্যে প্রধান উপনিষদ্ সমূহের মনোজ্ঞ সংস্করণ প্রকাশ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ বাঙ্গালীর মনোমন্দিরে স্বীয় আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

আশা করি, প্রত্যেক গ্রন্থপ্রেমিক বাঙ্গালীর গ্রন্থাগার এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত উপনিষদাবলীর দ্বারা শোভিত হইবে। ইতি

শ্রীসুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২৯. ১১. ৭২

সচিব

বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ্

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য্য **ডক্টর শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়** আই, সি, এস্; ডি, লিট্ মহোদয় লিখিয়াছেন—

ঈশ, কেন, কঠ, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, প্রশ্ন, মুণ্ড, মাণ্ডূক্য ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়াসন মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংস্করণ।

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়াসন মিশন কর্ত্তৃক বলদেব বিদ্যাভূষণের ভাষ্যসহ চারখণ্ডে সমাপ্ত ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয়ে সুধীসমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে।

এই পথেই মিশন শঙ্করাচার্যের দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলির অনুরূপরীতিতে ব্যাখ্যায় ব্রতী হয়েছেন এবং এ পর্যন্ত এগারোখানি উপনিষদের মধ্যে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক ব্যতীত বাকি নয়খানির ব্যাখ্যা প্রকাশ করেছেন।

বেদান্তের মূল উৎস হল প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি। বাদরায়ণ বা বেদব্যাস তাদের উপর ভিত্তি করে ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন। ব্রহ্মসূত্রের আভিজাত্য অসাধারণ। তাই তার ব্যাখ্যা অনেক মনীষী করে গেছেন। তাঁদের ব্যাখ্যাগুলি দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীতে পড়ে শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদ যা অখণ্ড দ্বৈতভাব-বিহীন ব্রহ্মে বিশ্বাসী। অপর শ্রেণীতে পড়ে ভক্তিবাদের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা যা দ্বৈতভাবের ভিত্তিতে ঈশ্বরের সহিত ভক্তের সম্পর্ক স্থাপনের অবকাশ দেয়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির ব্যাখ্যা।

এর অতিরিক্তভাবে একাধিক ভাষ্যকার প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলির উপরও ভাষ্য লিখেছিলেন। ভক্তিবাদী ভাষ্যকারদের মধ্যে বলদেব

বিদ্যাভূষণ দশটি উপনিষদের ভাষ্য লিখেছিলেন বলে প্রবাদ আছে; কিন্তু ঈশ উপনিষদের ভাষ্য ব্যতীত অন্য ভাষ্যগুলি পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে রামানুজ প্রবর্তিত শ্রীসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত রঙ্গরামানুজ প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলির উপর ভাষ্য লেখেন। সৌভাগ্যক্রমে সেগুলি এখনও পাওয়া যায়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্যপ্রবর্তিত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের অনুগামী। বলদেব বিদ্যাভূষণ এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই ব্যাখ্যা রেখে গেছেন। সেই কারণে বর্তমান সংস্করণে ঈশ উপনিষদে তাঁর ব্যাখ্যা অবলম্বন করা হয়েছে। অন্য উপনিষদগুলির উপর তাঁর রচিত ভাষ্য পাওয়া যায় না বলে রঙ্গরামানুজের ভাষ্য গৃহীত হয়েছে। অতিরিক্তভাবে শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থের সংস্কৃতে রচিত 'শ্রুত্যর্থ-বোধিনী' টীকা সংযোজিত হয়েছে এবং শেষে শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তি গোস্বামীর বাংলায় রচিত 'তত্ত্বকণা' ব্যাখ্যা সংযোজিত হয়েছে। সংস্কৃত টীকা সরল। 'তত্ত্বকণার' ব্যাখ্যা ব্যাপক এবং বিস্তারিত এবং গোস্বামী মহোদয়ের বৈষ্ণবশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য তাতে প্রতিফলিত। উভয়েই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করেছেন।

সুতরাং এই গ্রন্থগুলিতে শ্রীচৈতন্যের অনুমোদিত ব্যাখ্যা বিধৃত হয়েছে এবং বাংলা ব্যাখ্যা সংযুক্ত থাকায় সকল বাঙালীর নাগালের মধ্যে বিষয়টি স্থাপিত হয়েছে। সুতরাং বিশেষ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং সাধারণভাবে সকল জিজ্ঞাসু মানুষের নিকট গ্রন্থগুলি আদৃত হবার দাবী রাখে।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্যা **ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী,** এম্, এ ; ডি, ফিল্ (অক্সফোর্ড), এফ্, এ, এস্, বি ; মহোদয়া লিখিয়াছেন—

পরমশ্রদ্ধাভাজনেষু,

আপনাদের সর্ব্বজনবিদিত, সর্ব্বজনসমাদৃত, সর্ব্বজনমংগলজনক, সর্ব্বজনশান্তিদায়ক "শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মিশন" থেকে প্রকাশিত উপনিষদাবলী সর্ব্বদিক থেকেই পণ্ডিতসমাজ ও জনসাধারণকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। বর্ত্তমান জগতে, পুণ্যভূমি ভারত-বর্ষের শাশ্বত-সভ্যতা-সংস্কৃতির মূলভিত্তি বেদোপনিষদের সুষ্ঠু-শোভন ব্যাখ্যা এবং স্থির-ধীর মূল্যায়ন বিশেষ প্রয়োজন। সেইদিক থেকে আপনাদের এই সাধুপ্রচেষ্টা সর্ব্বতোভাবে অভিনন্দনযোগ্য। আপনাদের এই সুপবিত্র জ্ঞানদানব্রত পূর্ণ হোক—হোক সিদ্ধ হোক আপনাদের জীবন সাধনা, সার্থক হোক আপনাদের প্রাণতপস্যা।

সর্ব্বোপরি, পরমানন্দময়ী পরমা জননীর অতুল কৃপায় আপনাদের পুণ্যধন্য জীবন চিরমধুময়, চিরমংগলমণ্ডিত, চিরশান্তিসমৃদ্ধ হোক।

ইতি—

নিত্য-শুভার্থিনী

৪ঠা জুলাই ১৯৭৩ **রমা চৌধুরী**

উপাচার্য্যা

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনের শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু। ২৯বি, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৯।

কলিকাতা রাষ্ট্রিয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের মহাচার্য্য পণ্ডিত **শ্রীচারুকৃষ্ণ দর্শনাচার্য্য** মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত মন্তব্য—

ভগবৎপ্রসাদলব্ধ গোবিন্দভাষ্য গ্রন্থখানি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অতি সমাদরের গ্রন্থ; এতে কোন বিবাদ নাই। ভাষ্যকার মহাত্মা বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় মধ্ব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সাধক ছিলেন, মহাত্মা মধ্বাচার্য্য মহাশয় পাঁচটি ভেদ স্বীকার করেছিলেন, ইনিও পাঁচটি ভেদ স্বীকার ক'রেছেন, তা'হলেও শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয়ের অচিন্ত্যভেদাভেদও আদর কোরেচেন, তিনি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অনুগত ছিলেন, তাঁর কথা অনুসারে তিনি গলতায় বিচার সভায় গিয়েছিলেন, এবং বিশেষ মর্য্যাদাও লাভ করেছিলেন। গোবিন্দভাষ্য স্বনামধন্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ অতএব এর আর বিশেষ পরিচয় দেবার আবশ্যক নেই। এই গ্রন্থখানির এই সংস্করণটি মনোরম হোয়েছে, ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী সম্পাদক মহাশয়ের অনুবাদটি নিশ্চয় পাঠকগণের সন্তোষজনক হবে, তিনি সরলভাষায় উত্তমরূপে অনুবাদ কোরে দিয়েছেন, সাধারণের পক্ষে এই গ্রন্থার্থ বোধ ক'রতে এখন আর কোন অসুবিধা হবে না, তিনি যে এই গ্রন্থখানির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাশীল তা উত্তমরূপে পরিস্ফুট হয়েছে। বহুদিন এই গ্রন্থখানির অভাব ছিল, এ দ্বারা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষ উপকার করা হ'য়েছে, তজ্জন্য সম্পাদক মহাশয় নিশ্চয় ধন্যবাদভাজন হবেন। এই সংস্করণে সূক্ষ্মা ব্যাখ্যাটি প্রকাশ কোরে দিয়ে সম্প্রদায়ের অত্যন্ত উপকার করা হয়েছে। এই টীকাটির নাম সূক্ষ্মা হ'লেও কাজে কিন্তু গুরুতরা কারণ এই টীকাতে সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তগুলি উত্তমরূপে প্রকাশ করা হ'য়েছে। এই সংস্করণটির উদ্‌যোক্তৃবর্গ যে এই সংস্করণে আন্তরিক যত্নশীল তা উত্তমরূপে বোঝা যায়। আমি এই গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

উপনিষদ্‌গুলির ব্যাখ্যাও উত্তমই হ'য়েছে, এদেশে উপনিষদের এইরূপ সরল অনুবাদ প্রায়ই দেখা যায় না। উপনিষদের মধ্যেও যে সুললিত ভক্তিতত্ত্বটি নিহিত র'য়েছে এই অনুবাদগ্রন্থ দ্বারা বোঝা যায়, উপনিষদের প্রতি সাধারণের যে ধারণা ছিল এই অনুবাদ দ্বারা অনেকটা তা'র সংশোধন হবে, এবং পাঠকগণও উপকৃত হবেন, এবং পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের সরল ব্যাখ্যাটিও উত্তম হ'য়েছে। উপনিষদের এরূপ সরল ব্যাখ্যা প্রায় দেখা যায় না। এই গ্রন্থগুলির মুদ্রণ, কাগজ ও প্রচ্ছদপত্রগুলি উত্তম হ'য়েছে, এ দ্বারা বোঝা যায় সম্পাদক মহাশয় ও তাঁর সহযোগী ভক্তগণ যে শাস্ত্রের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাশীল এবং এই সম্প্রদায়ের উন্নতির প্রতি বিশেষ যত্নবান, এঁদের এই উত্তম উদ্যম দেখে আমি তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ দিতেছি। তাঁরা এইপ্রকারে এ বিষয়ে উত্তরোত্তর অগ্রসর হোতে থাকলে বৈষ্ণব জগৎ প্রভূত উপকৃত হবেন, আশা করি। ইতি শম্

শ্রীচারুকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণঃ
ভারতীয় শাস্ত্রপরিষদ,
১০।২ ঠাকুর ক্যাসেল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজ

পরমসম্মানার্হ—"শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়াসন মিশন প্রতিষ্ঠান" হইতে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইল।

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১ম খণ্ড
২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—২য় খণ্ড
৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৩য় খণ্ড
৪। উদ্ধবসংবাদ—১ম খণ্ড
৫। উদ্ধবসংবাদ—২য় খণ্ড
৬। কেনোপনিষৎ—
৭। ঈশোপনিষৎ—
৮। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—
৯। কঠোপনিষৎ—
১০। বেদান্তসূত্রম্—১ম খণ্ড
১১। বেদান্তসূত্রম্—২য় খণ্ড
১২। বেদান্তসূত্রম্—৩য় খণ্ড
১৩। বেদান্তসূত্রম্—৪র্থ খণ্ড
১৪। প্রশ্নোপনিষৎ—
১৫। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ঐতরেয়োপনিষৎ
১৬। মুণ্ডক-মাণ্ডূক্যোপনিষদৌ।

মিশনের কীর্ত্তিকল্পদ্রুমকল্প ধর্ম্মগ্রন্থগুলি যে প্রশংসার্হ তাহা অবিসংবাদিত। সরলবাক্যবিন্যাসে, সহজবোধ্য এই গ্রন্থসমূহ মানব-চিত্তে যে ধর্ম্মস্পৃহা জাগরিত করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মানুপ্রাণিত করিবে ইহা নিঃসংশয়। মিশনের প্রকাশিত গ্রন্থরাজি শশাঙ্কশুভ্র যশোরাশিকে

দিগন্ত প্রসারিত করিয়াছে। শ্রীবলদেবের অপূর্ব্বমেধার পরিচায়ক "গোবিন্দভাষ্য ও টীকা"। যথার্থই তিনি বিদ্যাভূষণ, তাঁহার সৃষ্টিতে দেখা যায় পাণ্ডিত্যের চরম বিকাশ। মানবহৃদয়ে পরমতৃপ্তি আনিয়া দিয়াছে—শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তি গোস্বামী মহারাজের "তত্ত্বকণা" ও সিদ্ধান্তকণা, যেন পুণ্যসলিলা গঙ্গা ও যমুনা। আর "শ্রুতার্থ-বোধিনী" পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ মহোদয়ের সারস্বত সাধনার কীর্ত্তিকল্পলতা, তাঁহার অমৃতময়ফলগুলিকে মধুসিক্ত করিয়াছে মহামহিম শ্রীপঞ্চতীর্থের মধুময় বঙ্গানুবাদ।

এই অনুপমগ্রন্থলাভে আজ হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজ গ্রন্থাগার নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণসরোজে আমাদের প্রার্থনা, প্রতিনিয়ত এইরূপ ধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়াসন মিশন প্রতিষ্ঠান জগতের কল্যাণ সাধন করুন।

সমাজ ভবন
পি ১৪, চার্চ রোড, হাওড়া
২. ১২. ৭৯

বিনীত
শ্রীনিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ
যুগ্ম-সম্পাদক

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন,

২৯-বি, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৯ হইতে

প্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থাবলী

১। **শ্রীউদ্ধবসংবাদঃ**

(শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধান্তর্গত ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে উনত্রিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত মূল-শ্লোক, অন্বয়, অনুবাদ, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর-কৃত 'সারার্থদর্শিনী'-টীকা, উক্ত টীকার বঙ্গানুবাদ এবং তদানুগত্যে 'সারার্থানুদর্শিনী'-টীকার সহিত।) নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ভিক্ষা—বার টাকা

২। **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা**

(মূল-শ্লোক, সংস্কৃত অন্বয় ও বাংলা প্রতিশব্দ, অনুবাদ, শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদের 'সারার্থবর্ষিণী'-টীকা ও উক্ত টীকার বঙ্গানুবাদ এবং তদানুগত্যে 'সারার্থানুবর্ষিণী'-নাম্নী বঙ্গভাষায় টীকার সহিত।)

ঐ সম্পাদিত ভিক্ষা—৯·৫০

৩। **মহাজন-গীতসংগ্রহ**

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত। (প্রথম খণ্ড) ভিক্ষা—৩·৫০

৪। **মহাজন-গীতসংগ্রহ**—ঐ সম্পাদিত (দ্বিতীয় খণ্ড) ভিক্ষা—৮·৫০

৫। **শ্রীভাগবতামৃত-কণা**—ঐ সম্পাদিত ভিক্ষা—০·৮৭

৬। **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বিন্দুঃ**—ঐ সম্পাদিত ভিক্ষা—১·৫০

৭। **শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-কিরণলেশঃ**—ঐ সম্পাদিত ভিক্ষা—১·১৩

৮। **অর্চ্চন-সংক্ষেপ** (কেবল দীক্ষিতের জন্য)

ঐ সম্পাদিত ভিক্ষা—০·২৫

৯। **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা** (তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ)

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত-ভাষ্যসমেত।

(মূল-শ্লোক, সংস্কৃত অন্বয় ও বাংলা প্রতিশব্দ, শ্লোকানুবাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষা-ভাষ্য, শ্রীল বলদেবের 'গীতাভূষণ'-ভাষ্য, তদ্-বঙ্গানুবাদ এবং তদানুগত্যে সম্পাদক কর্ত্তৃক 'অনুভূষণ'-নাম্নী অনুব্যাখ্যার সহিত।)

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ; (প্রতি খণ্ড) ভিক্ষা—সাধারণ ৮·৫০, বোর্ড বাঁধাই ৯·০০।

১০। **বেদান্তসূত্রম্ (গোবিন্দভাষ্য)** (চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ)

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত গোবিন্দভাষ্য ও সূক্ষ্মা-টীকাসমেত।

(অধিকরণ, মূলসূত্র, সূত্রার্থ, শ্রীবলদেবের অবতরণিকা গোবিন্দভাষ্য ও মূল-গোবিন্দভাষ্য এবং উভয়ের সূক্ষ্মা টীকা, সকল ভাষ্য ও টীকার বঙ্গানুবাদ এবং সম্পাদক কর্ত্তৃক রচিত 'সিদ্ধান্তকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যার সহিত।)

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত।

রেক্সিন সহ বোর্ড বাঁধাই ও প্রচ্ছদপটাদি সহ বৃহৎ ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ। মোট ভিক্ষা একশত টাকা মাত্র।

(উপনিষদ্-গ্রন্থমালার অন্তর্গত প্রত্যেক উপনিষদে মূলমন্ত্র, অন্বয়ানুবাদ, অনুবাদ, ৮খানি উপনিষদে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-কৃত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্য, ৯খানিতে শ্রুত্যর্থবোধিনী-টীকা ও সর্ব্বত্র সম্পাদক কর্ত্তৃক রচিত তত্ত্বকণা-নাম্নী অনুব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে।)

১১। **ঈশোপনিষৎ**—ঐ সম্পাদিত ভিক্ষা ৬·০০

১২। **কঠোপনিষৎ**—ঐ সম্পাদিত ভিক্ষা—১২·০০

১৩। **কেনোপনিষৎ**—ঐ সম্পাদিত ভিক্ষা—৫·০০

১৪। **শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ**—ঐ সম্পাদিত ভিক্ষা—১০'০০

১৫। **মুণ্ডকোপনিষৎ ও মাণ্ডূক্যোপনিষৎ** ভিক্ষা—৮'০০

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তি গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত।

১৬। **প্রশ্নোপনিষৎ**— ঐ সম্পাদিত ভিক্ষা—৪'০০

১৭। **তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ও ঐতরেয়োপনিষৎ**

ঐ সম্পাদিত ভিক্ষা—১০'০০

১৮। **শ্রীগোপালতাপনী-উপনিষৎ**

ঐ সম্পাদিত ভিক্ষা—২০'০০

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন, ২৯বি, হাজরা রোড, কলিঃ-২৯

২। ঐ সাতাসন রোড, স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

৩। ঐ রাধাবাজার, নবদ্বীপ, নদীয়া।

৪। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬।

৫। সংস্কৃত বুক ডিপো, ২৮।১, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬।

৬। ফার্ম্মা কে, এল্ মুখোপাধ্যায়, ৬।১এ, বাঞ্ছারাম অক্রূর লেন, কলিঃ

ডাকযোগে কিংবা কিস্তিতে গ্রন্থ লইতে হইলে ঠিকানা :

ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ—

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন,

২৯-বি, হাজরা রোড, কলিঃ-২৯ **ফোন নং ৪৭-৩৫৫৮**

গ্রন্থ-মূল্যের এক চতুর্থাংশ অগ্রিম পাঠাইতে হইবে।